আমরাই গড়ব বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা

সাঈদ হাসান

যে কঠিন মূল্য দিয়ে বাঙালি জাতি স্বাধীনতা অর্জন করেছিল,তার সোনালী ফসল আজ ঘরে তুলছে বাংলাদেশ। আমাদের গর্ব-উন্নয়ন ও অগ্রযাত্রার পথে বাংলাদেশ। তলাবিহীন ঝুড়ির অপমানের অপচেষ্টাকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে বিশ্বের বুকে নিজের অবস্থান করে নিয়েছে বাংলাদেশ। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুদূরপ্রসারি রাজনৈতিক ভাবনা ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন অর্থনৈতিক কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ফলে বিশ্বের বুকে বাংলাদেশ আজ সম্মানের সাথে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে। যা ছিলো একসময় কল্পনা তাই বাস্তবে পরিণত করে একের পর এক মেগাপ্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের মানুষের জীবনমান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছেন এবং এদেশের মানুষকে আত্মবিশ্বাসী ও স্বপ্ন দেখিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি ইতিমধ্যে ঘোষণা করেছেন ২০২২-২৩ হবে বাংলাদেশের জন্য অবকাঠামো উন্নয়নের মাইলফলক বছর।

পদ্মাসেতুঃ দেশি-বিদেশি সকল ষড়যন্ত্রকে দক্ষতার সাথে মোকাবিলা করে ২০১৩ সালের ৪ মে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষণা করেন নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মাসেতু নির্মাণ করা হবে। তখন দেশি-বিদেশি তথাকথিত এক শ্রেণি বিশেষজ্ঞ নানা রকম সংশয়ের কথা বলে দেশের মানুষকে বিভ্রান্ত করার ব্যর্থ চেষ্টা করেছিলো। ২০১৭ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর ৩৭ এবং ৩৮ নম্বর পিলারে প্রথম স্প্যান বসানোর মাধ্যমে দৃশ্যমান হয় সেতুর অবকাঠামো। এরপর নানারকম চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে ২০২০ সালের ১০ ডিসেম্বর ৪২ টি পিলারে ৪১ টি ১৫০ মিটার দৈর্ঘ্যের স্প্যান বসানোর মাধ্যমে ৬ দশমিক ১৫ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের পদ্মাসেতু দৃশ্যমান হয়। সেতুর সকল কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে। সেতুটি জুন মাসে জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়ার ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল এবং সে লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল। কিন্তু সম্প্রতি ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে সেতুটি উদ্বোধনে কিছুটা বিলম্ব হবে,তবে ডিসেম্বরে এটি জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করা সম্ভব হবে। স্বপ্নের পদ্মাসেতু আমাদের গর্ব আর জাতীয় আকাঙ্খা বিবেচনায় অন্য সব মেগাপ্রকল্প থেকে এগিয়ে। এ সেতুর মাধ্যমে দেশের দক্ষিণ - পশ্চিম অঞ্চলের ২৯ জেলার ০৩ কোটিরও বেশি মানুষ উপকৃত হবে। সেতুটি চালু হলে ১ দশমিক ২৩ শতাংশ হারে জিডিপি বৃদ্ধি পাবে এবং দক্ষিণ - পশ্চিম অঞ্চলের জিডিপি বৃদ্ধি পাবে ২ দশমিক ৩ শতাংশ হারে। দারিদ্র্য কমবে ১ দশমিক ৯ শতাংশ হারে। এ প্রকল্পে মোট ব্যয় হবে ৩০ হাজার ১৯৩ কোটি ৩৯ লাখ টাকা।

মেট্রোরেলঃ ঢাকা মহানগরী ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকার যানজট নিরসনে ও পরিবেশ উন্নয়নে ১২৯ কিলোমিটার দীর্ঘ একটি আধুনিক যোগাযোগ নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার লক্ষ্যে এ প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পে মোট ব্যয় হবে ২১ হাজার ৯৮৫ কোটি ৫৯ লাখ টাকা। এরমধ্যে প্রকল্প সহায়তা হিসেবে জাইকা দিচ্ছে ১৬ হাজার ৫৯৪ কোটি ৪৮ লাখ টাকা। ২০১৬ সালের ২৬ জুন এমআরটি-৬ প্রকল্পের নির্মাণ কাজ আনুষ্ঠানিক ভাবে উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এমআরটি -৬ এর নির্মাণ কাজ শুরু হয় ২০১৭ সালের ২ আগস্ট। এমআরটি -৬ লাইনটি উত্তরার দিয়াবাড়ী থেকে মতিঝিলের বাংলাদেশ ব্যাংক পর্যন্ত। এ রুটের মোট দুরত্ব ২১ কিলোমিটার এবং স্টেশন রয়েছে মোট ১৬ টি। ট্রেন চালানোর জন্য প্রতিঘন্টায় বিদুৎ খরচ হবে ১৩.৪৭ মেগাওয়াট। প্রতিঘন্টায় ৬০ হাজার যাত্রী মেট্রোরেল ব্যবহার করে চলাচল করতে পারবেন। এমআরটি -৬ এর উত্তরা থেকে আগারগাঁও অংশের কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছে। এটি আগামী ১৬ ডিসেম্বর জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত করার সিদ্ধান্ত আছে। ২০১৯ সালের ১৫ অক্টোবর এমআরটি -১ এবং এমআরটি -৫ লাইন দুইটির নির্মাণ প্রকল্প অনুমোদন পেয়েছে। এমআরটি-১ বিমানবন্দর থেকে কমলাপুর ও নতুনবাজার হয়ে পূর্বাচল পর্যন্ত মোট ৩১.২৪ কিলোমিটার পথে মেট্রোরেল নির্মিত হবে। এ প্রকল্পে মোট ব্যয় হবে ৫২ হাজার ৫৬১ কোটি টাকা। ২০২৬ সালে এটি চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করা সম্ভব হবে। এটি চালু হলে দৈনিক আট লাখ যাত্রী মেট্রোরেলে যাতায়াত করতে পারবেন।

রূপপুর পারমাণবিক বিদুৎ কেন্দ্রঃ দেশের ইতিহাসে সবচেয়ে ব্যয়বহুল প্রকল্প পাবনা জেলার ঈশ্বরদী উপজেলার রূপপুরে তৈরি হচ্ছে রূপপুর পারমাণবিক বিদুৎ কেন্দ্র। রাশিয়ার সহযোগিতায় ১ লাখ ১৩ হাজার ৯২ কোটি ৯১ লাখ টাকা ব্যয়ে এ প্রকল্প থেকে ২ হাজার ৪শত মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হবে। এ প্রকল্পে রাশিয়া দিচ্ছে ৯১ হাজার ৪০ কোটি টাকা। প্রকল্পটি পুরোদমে চালু হলে কর্মসংস্থান হবে প্রায় ২৫ হাজার মানুষের। ২০১৭ সালের ৩০ নভেম্বর রূপপুর পারমাণবিক বিদুৎ কেন্দ্রের ১ নম্বর ইউনিটের প্রথম কংক্রিটের ঢালাই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উদ্বোধন করেন। এর মাধ্যমে বাংলাদেশ পারমাণবিক বিদুৎ ক্লাবে যুক্ত হলো। ১হাজার ২০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন প্রথম ইউনিটটি আগামী বছরের শেষ নাগাদ চালু করা সম্ভব হবে।

বঙ্গবন্ধু টানেলঃ কর্ণফুলী নদীর তলদেশে চলছে দেশের প্রথম দুই টিউব বিশিষ্ট বহুলেনের সড়ক নির্মাণ কাজ। এ কাজটি করা হচ্ছে শিল্ড ড্রাইভেন মেথড পদ্ধতিতে। এ ট্যানেলটি চট্টগ্রাম মহানগরীর পতেঙ্গা ও দক্ষিণের আনোয়ারা প্রান্তকে সংযুক্ত করবে। ১০ হাজার ৩৭৪ কোটি টাকা ব্যয়ে বঙ্গবন্ধু ট্যানেল নির্মিত হচ্ছে। ২০১৯ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ টানেলের উদ্বোধন করেন। ২০২২ সালের ডিসেম্বরে বঙ্গবন্ধু টানেল জনসাধারণের যাতায়াতের জন্য উন্মুক্ত করা হবে। এ টানেল চালু হলে প্রতিষ্ঠিত হবে

বহুমূখী যোগাযোগ ব্যবস্থা। শিল্প কারখানা এবং পর্যটন শিল্পের উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য ও বেকারত্ব নিরসনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে এ টানেল।

মাতারবাড়ী আল্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল কোল ফায়ার্ড পাওয়ার প্রজেক্টঃ জাপান সরকারের অর্থায়নে কক্সবাজার জেলার মহেশখালী উপজেলার মাতারবাড়ীতে এ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ৫১ হাজার ৮৫৪.৮৮কোটি টাকা ব্যয়ে ১ হাজার ২ শত মেগাওয়াট কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র ২০২৪ সালের মধ্যে উৎপাদন শুরু করবে। এ প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে মহেশখালী দ্বীপের অবকাঠামো উন্নয়নসহ এ অঞ্চলের মানুষের জীবন মান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

কক্সবাজার বিমানবন্দর সম্প্রসারণঃ কক্সবাজারের বর্তমান বিমানবন্দরের ৯ হাজার ফুট দৈর্ঘের রানওয়ে বাড়িয়ে ১০ হাজার ৭ শত ফুটে উন্নীত করার লক্ষ্যে ১ হাজার ৫৬৮ কোটি ৮৬ লাখ টাকা ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। কক্সবাজার বিমানবন্দরের রানওয়ের ১ হাজার ৩০০ ফুট থাকবে সমুদ্রের মধ্যে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে নতুন প্রজন্মের বিমান বোয়িং ৭৭-৩০০ ইআর, ৭৪৭-৪০০ ও এয়ারবাসের মতো উড়োজাহাজ সহজেই ওঠানামা করতে পারবে।

পদ্মাসেতুর রেল সংযোগঃ পদ্মাসেতুতে রেল সংযোগ স্থাপন করা হচ্ছে। দোতলা এ সেতুর নিচ দিয়ে দ্রুত গতিতে ছুটে চলবে রেল। ৩৯ হাজার ২৪৭ কোটি ৭৮ লাখ টাকা ব্যয়ে এ প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। ২০২৪ সালের জুনে এ প্রকল্পের কাজ শেষ হবে। বাংলাদেশ রেলওয়ের ইতিহাসে এটাই সবচেয়ে বড়ো উন্নয়ন প্রকল্প।

ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়েঃ হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে ঢাকা - চট্টগ্রামের কুতুবখালী পর্যন্ত মোট ৪৬.৭৩ কিলোমিটার এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ করা হচ্ছে। ৮ হাজার ৯৪০ কোটি টাকা ব্যয়ে এ প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে প্রতিদিন ৮০ হাজারের ও বেশি যানবাহন এক্সপ্রেসওয়ে ব্যবহার করতে পারবে। এতে যোগাযোগ ব্যবস্থা অনেক সহজ হবে এবং দেশের অর্থনীতিতে ইতিবাচক অবদান রাখবে।

রামপাল তাপ বিদ্যুৎ প্রকল্প: রামপাল তাপ বিদ্যুৎ প্রকল্প বাগেরহাট জেলার রামপালে অবস্থিত । ২০১৭ সালের ২৪ এপ্রিল ১৬ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে ১৩২০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎকেন্দ্রটির নির্মাণকাজ শুরু হয়। ভারতের ন্যাশনাল থারমাল পাওয়ার কোম্পানির সঙ্গে যৌথভাবে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সংস্থা বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো) ১৩২০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য এ প্রকল্প হাতে নিয়েছে। সুন্দরবন থেকে ১৪ কিলোমিটার দূরে পশুর নদীর তীরঘেঁষা এই প্রকল্পে ১৮৩৪ একর জমির সীমানা চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়নে পরিবেশ সুরক্ষার বিষয়টিকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে বিবেচনা করা হয়েছে। ডিসেম্বরে দুই ইউনিটের এই বিদ্যুৎকেন্দ্রের একটিতে উৎপাদন শুরু হবে বলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা আশা করছেন।

দোহাজারী-রামু- ঘুমধুম ডুয়েল গেজ ট্রাকঃ চট্টগ্রামের দোহাজারী থেকে কক্সবাজারের রামু হয়ে ঘুমধুম পর্য়ন্ত প্রায় ১৮৮ কি. মি. রেল পথ নির্মাণের লক্ষ্যে এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাংকের সহযোগিতা ১৮ হাজার ৩৪ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের শতকরা ৬৯ ভাগ কাজ শেষ, ২৩ সালের জুনে ঢাকা থেকে কক্সবাজার যাবে ট্রেন।করোনা মহামারি ও বিভিন্ন কারণে কাজের অগ্রগতি যেভাবে হওয়ার কথা ছিল সেভাবে হয়নি। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে সম্ভাবনার দুয়ার খুলবে পর্যটন নগরী কক্সবাজারের। আমূল পরিবর্তন হবে যোগাযোগ, পর্যটন, কৃষি, মৎস ও লবণ শিল্পের।

এসব প্রকল্প ছাড়াও আরও বেশকিছু মেগাপ্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে। এসব প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে দেশের মানুষের জীবনমান উন্নয়ন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী নেতৃত্বে উন্নয়ন ও অগ্রযাত্রার পথে বাংলাদেশ ঘুরে দাঁড়িয়েছে। বাংলাদেশের লক্ষ্য এখন বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ গড়ে তোলা। ২০৪১ সালে উন্নত সমৃদ্ধ বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ আমারই গড়বো এটা কোন স্বপ্ন নয় বাস্তবতা।

#

লেখক- পরিচালক (রুটিন দায়িত্ব) জেলা তথ্য অফিস চট্টগ্রাম

১৮.০৪.২০২২ পিআইডি ফিচার